মূল্য দুই পয়সা ৴১০

চিত্র পরিবেশক

কপুরচাঁদ লিমিটেড

৩৯, বেন্টিক ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

টেলিগ্রাম ঃ কপুরফিল্মস্ ফোন ঃ ক্যাল ৬৮৭৪, ৬৮৭৫

—ভূমিকা—

ডাঃ রায়	... ...	ডি, জি
রায়বাহাদুর অধর মুখার্জ্জি	...	বিভূতি গাঙ্গুলী
গোবিন্দ	... ...	আশু বসু (এঃ)
থিয়েটার ম্যানেজার	...	রঞ্জিত রায়
সুজিত চক্রবর্ত্তী	...	ভূমেন রায়
নটবর লাহিড়ী	...	রতীন বন্দ্যো
ফকির চাঁদ	... ...	সত্য মুখার্জ্জী
ফ্যালারাম	... ...	বেচু সিংহ
বিনোদ	... ...	হেম গুপ্ত
মঞ্জু	... ...	প্রতিমা দাস গুপ্তা
রমা	... ...	পূর্ণিমা
মায়া	... ...	কুমারী মনিকা (এঃ)
কুসুমিকা	... ...	পান্না
পিসিমা	... ...	মনোরমা

— ঃ কাহিনী ঃ—

প্রেমেন্দ্র মিত্র

— ০ —

পরিচালক	... ...	ডি, জি
সহঃ পরিচালক	... ...	হেম গুপ্ত
রাসায়নিক	... ...	ধীরেন দে
ঐ সহঃ	... ...	অধীর দাস
আলোক চিত্রকর	...	প্রবোধ দাস
ঐ সহঃ	... ...	রাম অযোধ্যা
		মুরারি ঘোষ
শব্দধর	... ...	সত্যেন দাশ গুপ্ত
সম্পাদনা	... ...	রাজেন চৌধুরী
স্থানু চিত্রকর	... ...	মণী গুহ
রূপ সজ্জাকর	... ...	আশু
মঞ্চ সজ্জাকর	... ...	প্রফুল্ল নন্দী
গীতিকার	... ...	প্রেমেন্দ্র মিত্র
		শৈলেন রায়
সুরশিল্পী	... ...	হিমাংশু দত্ত
		রাধারমণ ভট্টাচার্য্য
আবহ সুর শিল্পী	...	আই, এস, ফ্রাঞ্জ
শিল্প নির্দ্দেশক	... ...	পাঁচু শীল
তত্ত্বাবধায়ক	... ...	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচারশিল্পী	... ...	সত্যেন দত্ত

পথ ভুলে

রংপুর নিখিল বঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনের অধিবেশন হবে। সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে, ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। সম্মিলনীর সভাপতি মার্কিণ ফেরৎ ডাঃ রায়কে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সম্মিলনের কর্ত্তারা মিছিল করে ষ্টেশনে এসেছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর অধর নাথ মুখার্জ্জী (!) শুধু একটু ফাঁপরে পড়েছেন ডাঃ রায়কে কেমন করে চিনবেন তাই ভেবে। বিনোদ বাবু নামে যে ভদ্রলোক ডাঃ রায়কে সঙ্গে করে আসার কথা, তিনি বিশেষ কারণে সঙ্গে আসতে পারবেন না বলে তার করেছেন।

এদিকে রংপুরের বিখ্যাত পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজারও তাঁর সহকারী সমেত সেদিন ষ্টেশনে উপস্থিত। কলিকাতার বিখ্যাত গায়ক অভিনেতা নটবর লাহিড়ী তাঁর থিয়েটারে বায়না নিয়ে অভিনয় করতে আসছেন। তাঁকে তারা অভ্যর্থনা করতে এসেছে।

ট্রেণ রংপুর ষ্টেশনে এসে থামল। দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা এবার বিনা বাক্যব্যয়ে একটি কামরার দিকে ছুটে গেলেন। সুবেশ সুঠাম এক ভদ্রলোক একটি কামরা থেকে একজন সঙ্গী সমেত নামবার উদ্যোগ করছেন। একি আর চিনিয়ে দিতে হয়। চেহারা আর পোষাকেই ডাঃ রায় যে কে তা মালুম। সুতরাং ঘটা করে অভ্যর্থনা করে তাঁদের নামান হল। ভদ্রলোক নামটা বলার অবসরই পেলেন না যে তিনি ডাঃ নয়। কলিকাতার এক

বেকার যুবক সঙ্ঘের অবৈতনিক সেক্রেটারী. সুজিত চক্রবর্ত্তী মাত্র। তারপর দু'একবার তিনি চেষ্টা করতে গিয়ে কোন ফল না পেয়ে আপাততঃ চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলেন।

ডাঃ রায় ওদিকে তাঁর চাকর গোবিন্দকে নিয়ে রংপুরে নেমে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন দিশেহারা হ'য়ে পড়েছেন তখন পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার তাঁকে নটবর লাহিড়ী বলে ভুল করে একেবারে তার থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তুলল। ডাঃ রায় নেহাৎ নিরীহ ভাল মানুষ, থিয়েটারে পৌছে একটু অবাক হ'য়ে তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যানেজারের ধমক খেয়ে চুপ করতে বাধ্য হলেন। আসল নটবর লাহিড়ীও সেই ট্রেণেই রংপুরে আসলেন

সত্য কিন্তু পথে নেশার মাত্রাটা একটু বেশী হওয়ায় তাঁর ষ্টেশনে নামা হয়ে উঠল না। তিনি ট্রেণেই থেকে গেলেন।

ভাগ্যের কৌতুকে ভুলের এই যে জটটী পাকিয়ে উঠল তার জের চলল অনেক দূর। সুজিত ও তার বন্ধু ফকির চাঁদকে রায় বাহাদুরের নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠতে হ'ল। সেখান থেকে মানে মানে লুকিয়ে সরে পড়তে গিয়ে রায় বাহাদুরের বড় মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে ঝগড়ার ভিতর দিয়ে সুজিতের একটু অসাধারণ ভাবে পরিচয় হল। মঞ্জু ঠিক সচরাচর যেমন দেখা যায় তেমন মেয়ে নয়। মা মরা মেয়ে বলে রায় বাহাদুরের স্নেহের প্রশ্রয়ে সে অনেকটা ছেলেদের মতই স্বাধীন ও সঙ্কোচহীন ভাবে বড় হয়ে উঠেছে। নারী সুলভ লজ্জা সঙ্কোচ সম্বন্ধে তার ধারণা এক আলাদা।

প্রথম আলাপেই সুজিত তার সম্বন্ধে একটু সকৌতুক কৌতুহল অনুভব না করে পারলে না। বিশেষ করে মঞ্জু যখন এ বাড়ীতে আসা সম্বন্ধে তার প্রতি একটা গভীর উদ্দেশ্য আরোপ করে জানালে যে দাঁতের ডাক্তারদের সে ঘৃণা করে এবং এবাড়ীতে থাকলে ডাঃ রায়রূপী সুজিতের জীবন সে দুর্ব্বহ করে তুলবে তখন সুজিত একরকম যেন জেদ করেই কয়েকদিন এখানে থেকে যাবার সঙ্কল্প করে বসল।

এ সঙ্কল্পে বিপদ হল সব চেয়ে ফকির চাঁদের। একে সে বেচারী ধরা পড়ে জেলে যাবার ভয়ে সারা. তার ওপর সাহেবী কায়দায় এ বাড়ীতে তার খাওয়া দাওয়ার একান্ত অসুবিধা। ছুরি, কাঁটা বাগাতে না পেরে প্রথমদিন সে ত ডিনার টেবলে কেলেঙ্কারী করে

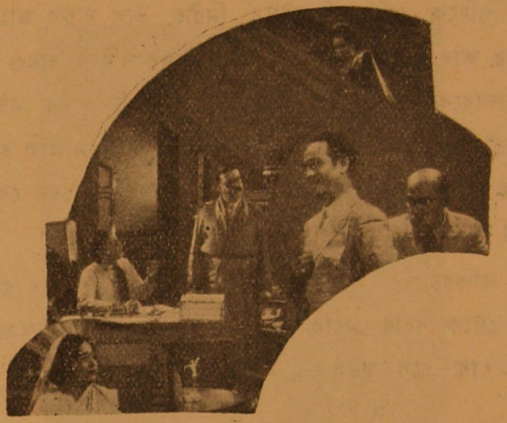

একরকম উপবাসেই কাটালে। রাত্রে প্রাণের দায়ে রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করতে গিয়ে কোন রকমে সুজিতের বুদ্ধিতে মঞ্জুর কাছে ধরা পড়া থেকে বেঁচে সে মরিয়া হয়ে জানালে কোন মতেই সে এখানে আর থাকবেনা।

আসল ডাঃ রায়ের একমাত্র পরিচিত বন্ধু বিনোদ বাবু পরের দিন আসছেন জেনে সুজিতও তখন সেই ব্যবস্থাই শ্রেয়ঃ বলে ঠিক করলে।

পরের দিন সকালে কিন্তু পালাবার ব্যবস্থা করবার আগেই বিনোদবাবু সে বাড়ীতে এসে হাজির। এবারও উপস্থিত বুদ্ধিতে কোন রকমে সুজিত আশু বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে। কিন্তু আর বুঝি সব দিক রক্ষা করা চলে না।

বিশেষ করে মঞ্জুর তার প্রতি বিরাগ ক্রমশঃই যে রকম স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাতে এ বাড়ীতে আর থাকা শোভন নয় বলে তার মনে হল।

ওদিকে পূর্ণিমা থিয়েটারে নিরীহ ভাল মানুষ ডাঃ রায়ের দুঃখের আর অন্ত নেই। স্পষ্ট করে নিজের পরিচয় দিয়েও জবরদস্ত ম্যানেজারকে বিশ্বাস করাতে পারেননি যে তিনি গায়ক নট নটবর লাহিড়ী নন। ম্যানেজারের জুলুমে নানা ভাবে নাকাল হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ষ্টেজেও নামতে হয়েছে। সেখানে চরম কেলেঙ্কারী করার পর কোন রকমে পালাবার সুযোগ তিনি পেলেন।

ফকিরচাঁদের সঙ্গে সুজিতও এদিকে তখন রায় বাহাদুরের বাড়ী থেকে বিদায় নেবার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা এসে জুটল। সকাল বেলা রায় বাহাদুরের বাড়ীতে

বিষম গোলমাল। ঘোড়ায় চড়ে মঞ্জু গেছ্‌ল বেড়াতে। সওয়ারহীন তার ঘোড়াটা শুধু ফিরে এসেছে। রায় বাহাদুরের সঙ্গে সুজিত গেল মঞ্জুর খোঁজে, ভাগ্যক্রমে তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পর কৃতজ্ঞতার উচ্ছাসে রায় বাহাদুর অনেক মনের কথা প্রকাশ করে ফেলে জানালেন যে মঞ্জুকে তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই তাঁর জীবনের একান্ত সাধ। রায় বাহাদুর তার সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে আছেন সুজিত এবার স্পষ্ট করে তা ভেঙে দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ তার মিলল না। আসল ডাঃ রায় তখন সেখানে রায় বাহাদুরের খোঁজে এসে উপস্থিত। সেই সঙ্গে ডাঃ রায়ের পরিচিত বিনোদ বাবু।

সুজিত ধরা পড়ল। প্রতারক বলে বিনোদবাবু তাকে জেলে দিতে বল্লেন। সুজিত কোন প্রতিবাদ না করে শুধু জানালে যে প্রথমে স্বেচ্ছায় এ প্রতারণা সে করেনি, তবে তাদের মত বেকার অসহায়ের পক্ষে এ রকম একটা স্বপ্ন মিথ্যা ব্যাপার জেনেও ভেঙে দেওয়া শক্ত বলেই তারপর এ ভুল ভাঙবার বিশেষ চেষ্টা সে করেনি। এ অপরাধের জন্যে সে অবশ্য যে কোন শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

শাস্তি কিন্তু তাকে পেতে হ'ল না। রায় বাহাদুরের এই সদা প্রফুল্ল বেপরোয়া ছেলেটির প্রতি কেমন যেন গভীর মায়া পড়ে গেল। সব কথা জেনেও তাঁকে বিশেষ ক্রুদ্ধ হতে দেখা গেল না।

বিনোদ জেলে দেবার জন্যে পেড়া-পীড়ি করায় ডাঃ রায় পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন মনে হল।

নিঃশব্দে ফকির চাঁদের সঙ্গে সুজিত এবার সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। মঞ্জুকে শুধু সেখানে দেখা গেল না। সুজিতের প্রতি যার বিরাগ এত প্রবল সুজিতের এই চরম লাঞ্ছনা উপভোগ করার সুযোগ ফেলে সে গেল কোথায়?

সুজিত ও ফকিরচাঁদ তখন ষ্টেশনে কলিকাতার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ দেখা গেল মঞ্জু একটি সুটকেশ নিয়ে

সেখানে উপস্থিত। তাড়াতাড়িতে ফকিরচাঁদ সেটা বুঝি ফেলে এসেছিল ; মঞ্জু নিজেই সেটি তাদের পৌঁছে দিতে এসেছে।

অনেক কথাই বুঝি এবার হতে পারত, সমস্ত বুঝাপড়া। কিন্তু একদিকে উঠল অভিমান আর একদিকে সঙ্কোচ। কিছুই বলা হল না। পরস্পরকে আঘাত দিয়েই তারা বিদায় নিলে।

ভবঘুরে বাউণ্ডুলে জীবনে অলীক সৌভাগ্য স্বপ্ন যাকে দুদিন ছলনা করেছিল মহানগরীর জনারণ্যে সে বুঝি কোথায় গেল হারিয়ে! তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে ?

আঘাতের বেদনায় নিজের নারী হৃদয়কে যে অকস্মাৎ আবিষ্কার করলে সেই মঞ্জু কি নিজের উদ্ধত অভিমান বিসর্জ্জন দেবার সুযোগ কোন দিন পাবে!

ভাগ্যের কৌতুকে এই যে জটীল জীবন নাট্য গড়ে উঠল তার মধ্যে ডাঃ রায় কি শুধু নিরীহ হাস্যাস্পদ একটি নগন্য ভূমিকায় অভিনয় করে যাবেন।

[৬]

মিছে মরি মাথা কুটে
সবই মায়া সবই গো ভুল
তবু কেন মরিস ছুটে।
শুকনো ডালে ফোটে না ফুল
টাকে কভু গজায় কি চুল
যতই কেন যতন কর, যাবার যারা যাবেই উঠে।
মনরে আমার ভেবে নে সার
যা হবার তা হবেই হবে
পড়েছিস তো তপ্ত খোলায়
উনানে আর ভয় কি তবে॥

[৩]

জোয়ার বুঝি এল রা'তের কালো জলে
দীপগুলি মোর ভাসাই এবার কুতুহলে
যদি আঁখি জলে ভরে,
হারায়, বা দীপ নেভে ঝড়ে,
একটী তাহার কভু কি আর
ঠেকবে না ও হৃদয়তলে ॥

[৪]

দখিনা আজ সকালে কে এল বল
মাধবী কে এল বল।
কেন আজ পড়ে মনে
ভ্রমরের গুঞ্জরণে ;
ফুলেদের হৃদয় উতল ॥

[৫]

নয় ওতো নয় স্বপন ছায়া
ও তোর গোপন কামনা যে ধরল কায়া।
অস্ফুট হৃদয়ের অন্ধকারে
চকিতে দেখা হ'ল বারে বারে
সেই সুন্দর আজি দিল ধরা, দিল ধরা।
কোন মায়াবীর এ মোহন মায়া ॥

যৌবনে যারা হয়েছে প্রাচীন ভগ্নস্বাস্থ্য যারা
নিশ্চয় জেনো 'পাইওরিয়া আর 'ক্যারিজে' ভুগিছে তারা।
দাঁত যার নাই সুন্দরী সে কি হয় ?
পটল চেরা সে চ'খের গরব দাঁতের চাইতে নয়।
শুন মহাশয় আইবুড়ো মেয়ে গল কণ্টক যার
জানি সে মেয়ের কাল চ'খ আছে, ভাল দাঁত
নেই তার ॥

[২]

ওগো সুন্দর স্মরণীয়
নিয়ে যাও মোর সঞ্চয়
আমার যা কিছু আছে
তব পায়ে ধূলি হয়, যেন ধূলি হয়
আমি সদা চেয়ে রব স্বপনের পথে তব
জানি আমি মোর, আমি সে যে তুমিময়,
তোমার করুণ আঁখি
আমার নয়নে রাখি
বলো শুধু এই ভালো এই ভালো
চ'খে চ'খে মন বিনিময়।

গীতাংশ

[১]

দন্তরোগীর বান্ধব আসে গাহ তার জয় গান
বঙ্গের বীর দন্তবাগীশে দিতে হবে সম্মান ;
দাঁতটি বাঁধায়ে দান করে পরমায়ু
দুর্ব্বল দেহ করে গো সবল
সতেজ করে গো স্নায়ু
বাঁধানো দাঁতটী বাঘা তেঁতুলেও টক্ ধরে নাকো আর
ফোক্‌লা দাঁতের চাইতে সরস বাঁধানো দাঁতটি যার
নিখিল বঙ্গ ডেন্টিষ্ট দল কহিছে বারংবার
শুন মহাশয় দাঁত বাঁচিলেই বাঁচে প্রাণ সবাকার
দাঁত যার নাই জেনো নিশ্চয় ভাই
স্বাস্থ্য বলিয়া তনুতটে তার সম্বল কিছু নাই।
অতএব সবে কর অবধান দাঁতটী মন্দ যার
হও তৎপর অতি সত্বর দন্ত চিকিৎসার।

[৭]

এবার ফুরাল বেলা ;
ঘনায় তিমির রাতি
বিদায় বিদায় বিদায় তবে
ভোরের স্বপন সাথী।
কুসুম ফোটালে কবে
সে কথা কি মনে' রবে—
একটী হৃদয় কোথায় ছিল যে বাসর পাতি।
যদি ঘুমহীন রাতে
পড়ে কভু আঁখি পাতে
সুদূর গগনে তাই জ্বালিনু একটী বাতি।

* * *

শ্রেষ্ঠ তারকা সমন্বিত
বম্বে টকীজের পরবর্ত্তী চিত্র

আজাদ

শীঘ্রই নূতনতম বাণী লইয়া আপনাদের অভিবাদন জানাইবে

ঃ শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

* লীলা চিট্‌নীশ
* অশোককুমার
* হন্সা ওয়াড্‌কর
* রাম শুকুল
* মুমতাজ আলি

বিদ্রোহী মন যখন সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—
ইহাকে বীরত্ব বলিব, না লজ্জার কথা বলিব ?

আজাদ

আপনাকে তাহার উত্তর দান করিবে।

* * *

প্রভাত চিত্রের
আগামী আকর্ষণ
ভক্তিমূলক জীবন-কথা

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

পরিচালক—**দামলে ও ফতেলাল**
ভূমিকায় ঃ সাহু মোদক, যশবন্ত, সুমতী গুপ্ত
ভাগবত, মঞ্জু ও শঙ্কর কুলকর্ণী

প্রেম ও বন্ধুত্বের নূতনতম
পরিচয়লিপি

পড়শী

প্রকাশক—ভি, শান্তারাম
ভূমিকায় ঃ দাতে মজহার খাঁ, জায়গীরদার
জয়শ্রী, চন্দ্রকান্ত, বসন্ত ঠেঙরী, কাশ্যপ

—শ্রেষ্ঠাংশে—

সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিদূষী অভিনেত্রী

শ্রীমতী লীলা চিট্‌ণীশ্‌

বম্বে টকীজের মধুরতম আলেখ্য

কঙ্কন

চিত্রামোদীদের প্রশংসাগুঞ্জনে প্রত্যেক সহরে
এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে

•

কাহিনীর মনোহারিত্বে ও সঙ্গীতের মাধুর্য্যে
আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই মুক্তকণ্ঠে
প্রশংসা করিয়াছেন।

—প্যারাডাইসে—

সগৌরবে চলিতেছে।

গ্ল্যাসগো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, হাওড়া।